ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 09 2014

Faculty of Law
University of Rajshahi

Introducing 'Virtual Justice' in Bangladesh through ICT Based Judicial Development: A Way of Minimising Cost, Complexity and Delay

Lawless Laws: Land Rights, Poverty and Empowerment of Common People in Bangladesh

Sámi Reindeer Husbandry: Legal-Philosophical and Cultural-Anthropological Dimensions

Combating Environmental Challenges: An Overview and Analysis of International Environmental Order

Review of Regulations on Wastewater and Its Reuse in Agriculture in Rajshahi City Area

Legal Framework to Combat Road Accidents in Bangladesh: Issues and Challenges

আইন চর্চার উপকরণ হিসেবে যুক্তির প্রয়োগ

Evolution of Fixed and Floating Charges over Book Debts in Common Law Jurisdictions through Case Laws: An Analysis

Impact of Human Rights Abuses on Community Sustainability in the view point of Immigration in the Nordic Countries

The Impact of *Ordre Public* on Party Autonomy in International Commercial Arbitration: National and International View

Charity Begins at Home: A Comparative Study of English and Islamic Laws

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal (RULJ)

Volume 09 2014

Published by

Dean

Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi - 6205
Bangladesh

Faculty of Law

University of Rajshahi

Rajshahi University Law Journal (RULJ) Volume 09 2014

Editorial Board

Editor Biswajit Chanda
Dean, Faculty of Law, R.U.

Member Professor Begum Asma Siddiqua

Professor M Anisur Rahman

Professor M Ahsan Kabir

Professor Md Hashibul Alam Prodhan

Dr Md Abdul Alim

Md Shahriar Parvez

Tapos Kumar Das

Rajshahi University Law Journal (RULJ) 2014
Faculty of Law
University of Rajshahi

Volume 09 2014

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi - 6205, Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by
Md. Ariful Islam
Text Dot Com (TDC)
Farmgate, Motihar, Rajshahi-6212
Cell: 01711-951377

Subscription Rates
For Individuals : Tk200.00 US$ 20 (excluding postage)
For Organisation : Tk300.00 US$ 30 (excluding postage)

[Published in January 2016]

Rajshahi University Law Journal (RULJ) Volume 09 2014

Author's Name	Article	Page
Md Raisul Islam Biswajit Chanda Bayazid Hossain	Introducing 'Virtual Justice' in Bangladesh through ICT Based Judicial Development: A Way of Minimising Cost, Complexity and Delay	1
S M Masum Billah	Lawless Laws: Land Rights, Poverty and Empowerment of Common People in Bangladesh	26
Dr Dawid Bunikowski	Sámi Reindeer Husbandry: Legal-Philosophical and Cultural-Anthropological Dimensions	42
Sheikh Hafizur Rahman Farhana Helal Mehtab	Combating Environmental Challenges: An Overview and Analysis of International Environmental Order	57
Abu Naser Md Wahid	Review of Regulations on Wastewater and Its Reuse in Agriculture in Rajshahi City Area	77
Momotaz Khatun	Legal Framework to Combat Road Accidents in Bangladesh: Issues and Challenges	98
মো: মাসুদ আলম	আইন চর্চার উপকরণ হিসেবে যুক্তির প্রয়োগ	114
Sharmin Farzana	Evolution of Fixed and Floating Charges over Book Debts in Common Law Jurisdictions through Case Laws: An Analysis	130
Nafisa Yeasmin	The Impact of Human Rights Abuses on Community Sustainability in the View Point of Immigration in the Nordic Countries	142
Parvez Ahmed	The Impact of *Ordre Public* on Party Autonomy in International Commercial Arbitration: National and International Perspectives	157
Md Nannu Mian Md Mamunur Rashid	Charity Begins at Home: A Comparative Study of English and Islamic Laws	169

আইন চর্চার উপকরণ হিসেবে যুক্তির প্রয়োগ

মো: মাসুদ আলম*

সারসংক্ষেপ: আইন চর্চা যুক্তি ব্যবহারের একটি প্রসারিত প্রায়োগিক ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে অবরোহ, আরোহ ও সাদৃশ্যানুমান যুক্তি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কোন বিশেষ প্রেক্ষিতে সাধারণ বিধি প্রয়োগ করার জন্য অবরোহ যুক্তি, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আইন তৈরির জন্য আরোহ যুক্তি এবং পূর্বের কোন প্রেক্ষাপট বর্তমানের কোন প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনা করে কোন বিধি প্রয়োগের জন্য সাদৃশানুমান ব্যবহার করা হয়। যুক্তিবিদ্যায় অনুপপত্তিমূলক বলে স্বীকৃত কিছু যুক্তিও আইন চর্চার ক্ষেত্রে শুদ্ধভাবে ব্যবহার করা হয়। কিছু তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও আইন চর্চার উপকরণ হিসেবে যুক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

মূলশব্দ: আইন, আইন চর্চা, যুক্তি, যুক্তিবিন্যাস, অবরোহ, আরোহ, সাদৃশ্যানুমান, আইনী যুক্তি, অনুপপত্তি।

১. ভূমিকা

যুক্তিবিদ্যার সাথে আইনবিদ্যার একটি স্বাভাবিক ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। যুক্তিবিদ্যক পদ্ধতি ও কৌশলের একটি ব্যাপক প্রয়োগক্ষেত্র হলো আইন চর্চা। আইন চর্চার প্রতিটি ধাপেই উপকরণ হিসেবে যুক্তি, যুক্তি-বিন্যাস ও যুক্তির নিয়ম ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে যারা আইন চর্চা করেন তারা আইনকে তাদের যুক্তি-কৌশলের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন এবং নিজেরা যুক্তি-কৌশল প্রয়োগের কারিগরের ভূমিকা পালন করেন। আইনবিদরা তাঁদের যুক্তিবিন্যাস (reasoning) বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার জন্য যুক্তি (argument) ব্যবহার করতে পারেন এবং যুক্তিবিদগণ তাঁদের বিষয়ের তাত্ত্বিক রূপরেখা (theoretical model) পর্যালোচনার জন্য আইনী যুক্তি (legal argument) ও তার বাস্তব প্রয়োগ মূল্যায়ন করতে পারেন। যুক্তি ও আইন একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে আইন চর্চায় যুক্তির প্রয়োগ ও এর উপযোগিতার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি ও ব্যবহারযোগ্যতা, আইনের প্রায়োগিক রূপরেখা, যুক্তিবিদ্যার যেসব কৌশল আইন চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তার একটি পর্যালোচনা, যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অনুপপত্তিমূলক বলে বিবেচিত কিন্তু আইন চর্চার ক্ষেত্রে বৈধ বলে প্রতীয়মান হয় এমন কিছু যুক্তি, আইন চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তি ব্যবহারের কিছু বাস্তব সমস্যা এবং সে সমস্যাগুলো পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আইনের সাথে যুক্তির একটি নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা ও সে সম্পর্কের রূপরেখা এ প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। সামাজিক স্থিতিশীলতা, বিরোধ-নিষ্পত্তি, ব্যক্তিক অধিকার সংরক্ষণ, আইনী সুরক্ষা, সামাজিক বিভিন্ন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আইন চর্চাকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং বাংলাদেশে আইন চর্চার ক্রমবর্ধমান প্রসার ঘটছে। তাই আইন চর্চার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের পেশাগত উৎকর্ষতার জন্য যুক্তিবিদ্যক কৌশল জানা ও ব্যবহার করা অতি বেশি প্রয়োজন। আইনবিদগণ সমাজের প্রতিটি স্তরের সাথে সম্পর্কিত। এজন্য তাদের অধিক বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবোধসম্পন্ন ও যুক্তি-কৌশল ব্যবহারে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে যুক্তিবিদ্যা এখন পর্যন্ত একাডেমিক চর্চার পর্যায়ে রয়েছে এবং আইন চর্চা রয়েছে পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের পর্যায়ে। আইন ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা এ প্রবন্ধের যৌক্তিক ভিত্তি নিরূপণ করে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন; বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং পিএইচডি গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; masud.philosophy@gmail.com.

২. যুক্তিবিদ্যাঃ প্রত্যয় ও প্রাসঙ্গিকতা

যুক্তিবিদ্যাকে সঠিক চিন্তনের শর্ত ও নীতিসমূহের বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। কপি ও কোহেন বলেন, 'Logic is the study of the methods and principles used to distinguish good (correct) from bad (incorrect) reasoning' (Copi and Cohen 1997: 02)। মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবী অবশ্য একে বৈধ ও অবৈধ যুক্তি পার্থক্যকরণের জ্ঞানশাখা হিসেবে দেখেননি। তিনি যুক্তিবিদ্যাকে মনে করতেন সত্য ও মিথ্যাকে পার্থক্যকরণের উপকরণ বলে। ফারাবীর মতে, 'Logic [is] an instrument to distinguish the true from the false' (উদ্ধৃত, Hammon 2008: 18)। যুক্তিবিদ্যা হলো যে কোন তত্ত্ব ও জ্ঞান আলোচনার যথার্থতা নিরূপণের উপকরণস্বরূপ।"যখন কোন আলোচনার ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব হয় বা কোন বিষয়কে সঠিক বলে উপস্থাপন করতে হয় তখন যুক্তিবিদ্যা মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে" (মাসুদ ২০০৯: ১৩৭-৩৮)। এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যাকে দেখেছেন চিন্তার একটি সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে (a coherent system of thought)। তিনি মনে করতেন, এটি এমন একটি উপকরণ যার মাধ্যমে আমরা কোন কিছু জানতে পারি। 'যুক্তিবিদ্যা চিন্তার সামঞ্জস্যতার বিজ্ঞান ও পদ্ধতিগত বিজ্ঞান হিসেবে সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস চালান' (মাসুদ ২০০৯: ১৩৮)। যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে সঠিকতা ও ভ্রান্তির (error) মধ্যে তুলনা করতে, আমাদের চিন্তাকে সঠিক দিকে নিয়ে যেতে এবং অন্যকে সে পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করে। আমাদের চিন্তা কোন অবস্থা থেকে শুরু করতে হবে এবং কিভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা নির্ধারণ করে যুক্তিবিদ্যা।

যুক্তিবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যা আমাদের মানসিক ক্রিয়াবলীকে সত্য আবিষ্কার ও প্রমাণের পথে পরিচালিত করে। যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান এ অর্থে যে এটা কতগুলো বিধি ও নিয়ম সমন্বিত সুসংগঠিত জ্ঞান। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের বহুবিধ অনুসন্ধান ক্ষেত্র রয়েছে। তবে সকল প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে ঐক্য রয়েছে। ঐক্যের স্থানটি হলো, বিজ্ঞানের সকল শাখা গ্রহণযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে, তথ্যগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এবং নিয়মের মাধ্যমে নিজস্ব জ্ঞান শাখাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। জ্ঞানশাখা হিসেবে যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য একই। কিন্তু এর অনুসন্ধান ও প্রয়োগ ক্ষেত্র একটু স্বতন্ত্র। এটা ভৌত বিজ্ঞানের মতো প্রত্যক্ষণ ও পরিমাপ নির্ভর নয়, এমনকি জীববিদ্যা বা সমাজ বিজ্ঞানের কোন শাখার মতোও নয়। প্রকৃত অর্থে আধুনিক যুক্তিবিদ্যা সকল বিজ্ঞানের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। এটা এমন একটি বিজ্ঞান যা সকল বিজ্ঞানের মানসিক ক্রিয়ার অবয়ব নির্ধারণ করে দেয়। লুকাস বলেন, 'Logic involves a thinking about thinking' (Lucas 1919: 203)।

যুক্তিবিদ্যক পদ্ধতি আমাদেরকে বাস্তব সত্তার প্রকৃত জ্ঞান সরবরাহ করে। যেহেতু মানুষ বহির্জগতের সাতে সম্পৃক্ত এবং বাস্তব ফল প্রত্যাশী, তাই সে তার চিন্তার নিয়ম ও মানসিক ক্রিয়াবলী সম্পর্কে খুব কম সময়ই সচেতন থাকে। চিন্তার নিয়ম ও মানসিক ক্রিয়াবলী সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন চিন্তা নিয়ে চিন্তা করা এবং যেসব মানসিক ক্রিয়াবলী জ্ঞান সম্ভবপর করে তোলে সেসব সম্পর্কে সচেতন হওয়া। একটু সচেতন হলেই অনুধাবন করা যায় যে, আমদের মন কাজের ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল বিন্যাস অনুসরণ করে। আমাদের স্পষ্ট চেতনার বিন্যাসের প্রকৃতি অনুসন্ধান করাই যুক্তিবিদ্যার কাজ। তাহলে দেখা যায়, সঠিক যুক্তিচিন্তনের জন্য যুক্তিবিজ্ঞান অপরিহার্য।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যুক্তিবিদ্যা না পড়ে কি ভাল যুক্তি প্রদান করা যায় না? এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর অনুসন্ধানের পূর্বে একটি বিষয় আলোকপাত করা প্রয়োজন। এরিস্টটলের হাতে পদ্ধতিগত জ্ঞানশাখা হিসেবে বিকাশ লাভ করার পূর্ব থেকেই মানুষ যুক্তিযুক্ত চিন্তা করতো। এ জটিল পার্থিব জগতে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল জীব হিসেবে মানুষের পথচলা যখন শুরু হয়েছে তখন থেকেই সূত্রপাত হয়েছে যুক্তিযুক্ত চিন্তার। মানুষের বিকাশ

লাভের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যখন সে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তখনই সে ব্যবহার করেছে তার যৌক্তিক চিন্তা। এখানেই কলা বিজ্ঞানের পূর্বগামী, তত্ত্ব (theory) অনুশীলনকে (practice) অনুসরণ করে। একজন ব্যক্তি যুক্তির কোনো নিয়ম না জেনেও সঠিক যুক্তি দিতে পারে, ভিন্নভাবে যুক্তি প্রক্রিয়ার ব্যবহার করে সত্যানুসন্ধানী হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, বৈধ যুক্তির নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যোসেফ বলেন, 'It is not the business of Logic to make men rational, but rather to teach them in what their being rationality consists' (Joseph 1997: 03)।

মানুষকে যুক্তিবাদী করে গড়ে তোলা যুক্তিবিদ্যার কাজের আওতাভুক্ত নয়। যুক্তিবিদ্যা মানুষকে সঠিক যুক্তি ও ভুল যুক্তির আকারগুলোর সাথে পরিচিত করে তোলে এবং সে অনুযায়ী সহজেই সঠিক ও ভুল যুক্তির মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কপি ও কোহেন বলেন, 'The study of Logic will give students techniques and methods for testing the correctness of many different kinds of reasoning, including their own, and when errors are easily detected, they are less likely to be allowed to stand' (Copi and Cohen 1997: 03)। একটি যুক্তির নির্ভুলতা বা যথার্থতা ও ভ্রান্তি বুঝতে হলে যথার্থ যুক্তি-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কপি ও কোহেন আরো বলেন, 'The aim of they study of logic to discover and make available those criteria that can be used to test arguments for correctness' (Copi and Cohen 1997: 03)। যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে যুক্তির নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে যথার্থ ও অযথার্থ যুক্তির পার্থক্যকরণের কৌশল ও পদ্ধতি শিক্ষা দেয় এবং বৈধ যুক্তির প্রয়োগ নিয়ে আমাদেরকে সচেতন করে তোলে। যুক্তিবিদ্যা পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে লুকাস বলেন, 'A facility in detecting error in reasoning process and a consequent likelihood of avoiding such errors, and of thinking and reasoning about difficult matters with clearness and consistency' (Lucas 1919: 204)।

যুক্তিবিদ্যা পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো- এর সযত্ন অধ্যয়ন আমাদের মধ্যে সঠিক ও প্রাঞ্জল চিন্তনের শক্তি যোগায় ও অভ্যাস গড়ে তোলে। এটা ঘাট অবচেতন ও পরোক্ষভাবে। যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে বিমূর্ত ও আকারগত চিন্তাশক্তির অধিকারী করে তোলে। বিমূর্ত ও আকারগত চিন্তা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব করে তোলে। যুক্তিবিদ্যা পাঠ যুক্তিবিন্যাসের উপর নির্ভর করে মানসিক বৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে।

৩. আইন ও যুক্তির সমন্বয় প্রেক্ষিত

আইন হলো এমন বিধি-ব্যবস্থা যা সমাজের সকল মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে। আইন হলো আমাদের সামাজিক কাঠামো ও শৃঙ্খলার মূলভিত্তি। নাগরিকের বৈধ অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আদালত আইনকে বিধিমালা হিসেবে মনে চলে। এ বিধিমালা গুলো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন এবং মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে আদালতের একটি ভূমিকা রয়েছে। তাই, আদালতের ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণকেও আইন বলে অভিহিত করা হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজে ন্যায় (Justice) প্রতিষ্ঠা করা। কপি ও কোহেন বলেন, 'Laws - adopted by legislatures or resulting from the decisions of courts- are the instruments of society in governing behavior' (Copi and Cohen 1997: 601)। তবে আইনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আইন চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হলো অনুসন্ধানের বিষয়।

কপি ও কোহেন মনে করেন যে, আইনের ক্ষেত্রে যুক্তির উপযোগিতা বিশ্লেষণের জন্য তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন: আইনের প্রকৃতি, আইনের উৎস ও আইনের প্রকরণ। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় আইন বা সামাজিক বিধির বাইরেও সঠিক আচরণের কিছু নিয়ম রয়েছে। এ নিয়মগুলোকে বলা নৈতিক আইন বা বিধি (moral laws or principles) যা সমাজ কর্তৃক প্রযুক্ত হতে পারে বা নাও হতে পারে। নৈতিক আইনের বিষয় (content) ও প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক একটি সাধারণ চিত্র। দ্বিতীয়ত, সামাজিক আইনের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। আইন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো এটি জাতীয়, প্রাদেশিক বা স্থানীয় আইন প্রণেতাদের তৈরি কিছু বিধি। এগুলোকে বলা হয় বিধিবদ্ধ আইন (statutory laws)। আইনের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক বা বিরোধ দেখা দিলে আইনের শক্তি (force of law) বৃদ্ধির জন্য আপিল আদালতকে নীতিমালা নির্ধারণ করতে হয়। একে বলা হয় case law বা বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যা (statutory interpretation)। একটি দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা সরকারি কোন বিভাগ নিজস্ব পরিসরে নিয়ম নির্ধারণ করতে পারে। এই নিয়মগুলোকে বলা হয় প্রশাসনিক আইন। যেমন- আমাদের দেশের আয়কর বিভাগ করদাতাদের জন্য প্রতিবছর কিছু নিয়ম নির্ধারণ করে দেয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোন কোন দেশের সুপ্রিম কোর্ট আইন পরিষদকে অতিক্রম করে আইনী নির্দেশনা দিতে পারে। তৃতীয়ত, অপরাধ আইন (criminal law) ও সিভিল আইন (civil law) এর মধ্যে পার্থক্যেও প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। কারণ, আইনের প্রকৃতি অনুযায়ী যুক্তি উপস্থাপন প্রয়োজন হয়। অপরাধ আইনে অনুমোদিত আচরণের সীমা নির্ধারণ করা রয়েছে। অপরাধের সংজ্ঞা ও শাস্তির বিবরণ সুনির্দিষ্ট করা থাকে। সিভিল আইনের ক্ষেত্রে আচরণের মানদণ্ডের আলোকে একজন ব্যক্তি পূর্বনির্ধারিত চুক্তি পূরণ করতে আইন অনুযায়ী বাধ্য। দুই পক্ষের ব্যক্তিগত (private parties) বিরোধের ক্ষেত্রে সিভিল আইন প্রযোজ্য হয়।

৪. বিচারকার্য ও যুক্তির ব্যবহার

আইনের উৎস যাই হোক, ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিতর্ক উত্থাপিত হতে পারে। এক্ষেত্রে যুক্তি ও যুক্তি-বিন্যাস পদ্ধতি নিখুঁত ভূমিকা পালন করতে পারে। আইনের প্রধান কাজ হলো বিচারিক ব্যবস্থায় বিরোধ (dispute) নিষ্পত্তি করা। এ ধরনের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত ও পক্ষপাতহীন করার জন্য বিচারকার্য (trial) প্রয়োজন হতে পারে। এই প্রক্রিয়াকালীন সময় যুক্তিবিদ্যার নীতির উপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যায়। যুক্তি-বিন্যাসের কৌশল হিসেবে বৈধতা-অবৈধতা, অবরোহ অনুমানের নিয়ম, আরোহ অনুমানের যথার্থতা প্রতিপাদন নীতি ও যুক্তির অন্যান্য কৌশল কার্যকরভাবে আইনী প্রেক্ষিতে (legal context) ব্যবহার করা যায়। আইনী প্রক্রিয়ায় বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য, এমনকি কোন অপরাধ বা দায়/বাধ্যবাধকতা (liability) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কিছু নীতি, বিধি বা ঘটনার পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষিত (factual circumstances) অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়। কখনো কখনো ঘটনা নিয়েও বিরোধ থাকতে পারে; ঘটনাগুলো সুস্পষ্ট করে নিতে হয়। এটাই হলো বিচারকার্যের প্রাথমিক কাজ যা অনুসন্ধানকে সম্ভবপর করে তোলে। এরপর একটি পক্ষ দাবি করতে পারে যে, এ ঘটনার ক্ষেত্রে আইনের ঐ ঐ বিধি প্রয়োগ করা যায়। অন্য পক্ষ দাবি করতে পারে যে, এ ঘটনার ক্ষেত্রে এ আইনগুলো প্রয়োগ করা যায় না; বরং অন্য বিধি প্রয়োগ করার পূর্ব-প্রমাণ রয়েছে। প্রত্যেক পক্ষই বর্ণিত ঘটনার পক্ষে আইন উপস্থাপন করে এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। প্রত্যেক পক্ষই নিজ অবস্থানের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করে। এই যুক্তিগুলো নিয়ম অনুযায়ী সঠিক হতে হয়। অর্থাৎ অবরোহ (deductive) বা আরোহ (inductive) প্রক্রিয়ায় গৃহীত সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্য থেকে বিধিসম্মতভাবে প্রতিপাদন করতে হয়।

আইন চর্চার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকে আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান সাপেক্ষে ঘটনা ব্যাখ্যার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করেন। আইন কখনো নিজে প্রযুক্ত হতে পারে না। আইন চর্চা যারা করেন তারা যুক্তি-কৌশলের মাধ্যমে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করেন এবং তা করেন ঘটনার সাপেক্ষে। লুকাস বলেন, 'The

influence of logic upon law arises from one fundamental fact, that laws are not self-applicable and a rule of law isolated from a world of fact is no more than a speculative ghost' (Lucas 1919: 205)। আইন হলো কতগুলো সংগঠিত নীতির সমষ্টি। মানুষই এগুলো প্রয়োগ করে। আইন চর্চাকারী ব্যক্তিবর্গ আইনী যুক্তি-বিন্যাস ব্যবহার করে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করেন। লুকাসের ভাষায়ঃ 'The function of logical reasoning and the connection with the law is to secure the efficient application of legal principles' (Lucas 1919: 206)। আইন চর্চার ক্ষেত্রে আইনজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আইনজীবীরা হলেন এমন একটি শ্রেণি যারা পঠিত বিদ্যা ও গৃহীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপনের শৈলী ও শক্তি (art and power) অর্জন করেন। যুক্তিসংগত উপায়ে তারা তাদের অর্জিত শৈলী ও শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন আইনটি প্রযুক্ত হবে। এক্ষেত্রে তারা আইনকে প্রায়োগিক যুক্তিতে (applied logic) পরিণত করেন।

আইন চর্চা হলো মৌলিকভাবে যুক্তি নির্ভর। এটা বিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইন চর্চার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বিরোধ নিষ্পত্তি করা। এই বিরোধ নিষ্পত্তি কোর্টের বাইরে হতে পারে, আবার কখনো কখনো তীব্র আইনী-বাকযুদ্ধের মাধ্যমে হতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রেই বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি-বিন্যাস (reasoning) মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আইনজীবীগণ নিজ নিজ মক্কেলের (বিবাদী বা বাদী) পক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যুক্তি-বিন্যাস ব্যবহার করেন। যুক্তি-বিন্যাস ও যুক্তি-প্রতিপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক অপরিহার্য কাজ হলো অবধারণের (proposition) প্রস্তাবনা তৈরি করা। যুক্তি-প্রতিপাদন প্রক্রিয়ায় কিছু সম্বন্ধের সত্যতা-মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা হয়। এটা সঠিকভাবে করার জন্য কিছু সম্বন্ধ সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হয়। এগুলোকে অবশ্যই স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও একক হতে হয়। অর্থাৎ একটি উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের সম্বন্ধ নির্ধারণ করতে হয়। এটা যখন মানসিক স্তরে থাকে তখন তা হয় অবধারণ এবং ভাষায় প্রকাশিত অবধারণ হলো যুক্তিবাক্য। আইনের ক্ষেত্রে অবধারণ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। আইনজীবীগণ প্রথমে অবধারণ প্রস্তুত করেন এবং পরে আইনী-যুক্তি গঠন করেন।

বিচারকগণ তাঁদের বিচারকার্যে যুক্তি-প্রতিপাদন প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন। কারণ, 'Inconsistency, Unfairness, and incomplete analysis have never been satisfactory patterns in legal thought; today they are all the more visible and thus fatal to hopes of a systematic search for justice' (Sinclair 1971: 824)। বিচারককে যুক্তি-বিন্যাস প্রক্রিয়ায় যুক্তি গঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিবেচ্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে হয়। বিবাদমান দুই পক্ষের আইনজীবী যখন যুক্তি উপস্থাপন করেন তখন বিচারককে অনেক ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। বিচারককে যুক্তির মাধ্যমে এসব সংশয়ের নিরসন করতে হয়। কোন মামলা/মোকদ্দমা চলাকালে বিচারককে পরামর্শকের ভূমিকা পালন, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপদেশ প্রদান, যুক্তি ব্যবহার, সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন এবং তার প্রয়োগ করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে বিচারক যুক্তি ব্যবহার করেন। যথার্থ বিধি ব্যবহার ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এবং নিজ মতামতের পক্ষে রায় (ruling) প্রদানের জন্য বিচারক যুক্তি ব্যবহার করেন। যেসব ক্ষেত্রে বিচারক কেবল তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন কিন্তু রায়ের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন না; সেসব ক্ষেত্রে প্রায়ই রায় নিয়ে বিরোধিতা দেখা দেয়। নিম্ন আদালত বা মধ্যবর্তী আপিল আদালতের রায় অন্য আদালত কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হতে পারে। তাই যেসব বিচারক তাঁদের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে আইনী যুক্তি-বিন্যাস ব্যবহার করেন তাঁদের রায় পরবর্তীতে যথার্থ বলে প্রতিপাদিত (justified) হয়। আবার, পুনর্বিবেচিত রায় প্রদানের সময় অবশ্যই যুক্তি ব্যবহার করতে হয়।

আবার কিছু আইনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যেক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ব্যবহার করতে হয় (the exercise of discretion), বিচারককে স্থির করতে হয় সিদ্ধান্তটি কী হবে। দুই পক্ষের আইনজীবীই জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে, বিচারককেই বাছাই করতে হয় কোন যুক্তিটি গ্রহণ করবেন। এসব ক্ষেত্রে বিচারকের বাছাই যুক্তিপূর্ণ হতে হয় যাতে করে তাঁর রায় উচ্চ আদালতে গ্রহণযোগ্য হয়; বিশেষ করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট। এখানে পছন্দের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে ব্যবহারিক যুক্তি-বিন্যাসের উপর। যুক্তিবিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই একজন বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আইন চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আইনের ব্যাখ্যা (interpretation)। আইন যদি হয় আইন বিভাগের ইচ্ছা (will of the legislation), তাহলে ব্যাখ্যা হলো এর চালিকা শক্তি। কারণ একটি সঠিক রায় (judgment) নির্ভর করে আইনের সঠিক ব্যাখ্যার উপর। ভাল আইন প্রণয়ন আইন পরিষদের উপর নির্ভর করলেও আইন অনুসারে সঠিক রায় নির্ভর করে আইনটির যথাযথ ব্যাখ্যার উপর। অনেক সময় কিছু লিখিত শব্দ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা আইন পরিষদের মনোভাব বোঝা যায় না, এজন্য প্রয়োজন বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা। আইনে ব্যবহৃত ভাষার দ্ব্যর্থকতা, জটিলতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা দূরীকরণের জন্য বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়। এই ব্যাখ্যা হতে হয় যুক্তিবিন্যাসের বিধি মেনে বৈজ্ঞানিক। এক্ষেত্রে বিচারকগণ যুক্তি ও যুক্তি-কৌশল ব্যবহার করে একটি বিধিবদ্ধ আইনের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে, যুক্তির কোন কৌশলগুলো আইনের চর্চায় অধিক হারে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে?

৫. যুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি ও আইন চর্চা

আইন চর্চার ক্ষেত্রে আইনকে ব্যবহার করতে হয় নিখুঁতভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে। সমকালীন প্রেক্ষিতে কম্পিউটার সিস্টেমই সে কাজটি করতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন অর্থের সুস্পষ্টতা ও যুক্তিবিন্যাসের শুদ্ধতা। এখানেই আইনের জন্য যুক্তির প্রয়োজন। আইনী যুক্তি প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যার (traditional logic) মৌলিক যুক্তি পদ্ধতিগুলোই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়: অবরোহ, আরোহ ও সাদৃশ্যানুমান প্রক্রিয়া। আইনের ক্ষেত্রে যুক্তি-বিন্যাস হলো প্রমাণ উপস্থাপনের পদ্ধতি। যুক্তির ব্যবহার কেবল পদ্ধতি সরবরাহ ও নির্দেশনা প্রক্রিয়া সমাপ্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আইনের ক্ষেত্রে প্রমাণ আবিষ্কার ও প্রকাশের পদ্ধতি হিসেবেও যুক্তি ব্যবহৃত।

যুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকার হলো অবরোহ। অবরোহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি প্রক্রিয়া যা একজন আইনজীবী প্রতিদিন বহুবার ব্যবহার করেন। অবরোহ হলো এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা সমগ্র বিষয়বস্তু থেকে কিছু বিষয় সম্পর্কে, একটি সার্বিক (universal) বিষয় থেকে বিশেষ (particular) বিষয় সম্পর্কে, একটি শ্রেণির সকল সদস্য সম্পর্কিত তথ্য থেকে ঐ তথ্য-বিষয়ে ঐ শ্রেণির কতিপয় সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা হয়। আমরা সকলেই চিন্তার এ নিয়মের সাথে পরিচিত যে, দুইটি বিষয় (thing) যদি কোন তৃতীয় বিষয়ের সমান হয় তাহলে ঐ বিষয় দুইটি পরস্পর সমান। অবরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে চিন্তার এ কৌশলটিই ব্যবহৃত হয়। যেমন- ক, গ এর সমান এবং খ, গ এর সমান। তাহলে আমরা ক ও খ এর মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারি যে, ক ও খ পরস্পর সমান।

এ ধরনের যুক্তি-পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয় থাকে, তাদের মধ্যে তিনটি সম্বন্ধ থাকে এবং তিনটি অবধারণ থাকে। এই তিনটি বিষয়ের বিন্যাস, সম্বন্ধ ও অবধারণ এবং এর থেকে অনুমান করার প্রক্রিয়াকে যুক্তিবিদ্যার ভাষায় বলা হয় সহানুমান, তিনটি বিষয়কে পদ বলে। এই পদ তিনটির নাম হলো প্রধান পদ, অপ্রধান পদ ও হেতু পদ। প্রধান পদ যে অবধারণে থাকে তাকে বলে প্রধান আশ্রয়বাক্য, অপ্রধান পদটি যে অবধারণে থাকে তাকে বলে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য এবং প্রধান ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের অনিবার্য সম্বন্ধের ভিত্তিতে যে অবধারণটি প্রতিপাদন করা হয় তাকে বলে

সিদ্ধান্ত। সক্রেটিসের মরণশীলতা সম্পর্কিত নিম্নের সহানুমানটি যুক্তির সামান্য জ্ঞান রয়েছে এমন সকলের কাছেই পরিচিত:

সকল মানুষ হয় মরণশীল

সক্রেটিস হয় মানুষ

অতএব, সক্রেটিস হয় মরণশীল।

এখানে তিনটি পদ হলো মরণশীল (জীব), সক্রেটিস ও মানুষ। সিদ্ধান্তে সক্রেটিস ও মরণশীলতার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। প্রধান পদ হলো 'মরণশীল' (জীব) ও প্রদান আশ্রয় বাক্য 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং অপ্রধান পদ হলো 'সক্রেটিস' ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য হলো 'সক্রেটিস হয় মানুষ'। এখানে হেতুপদ বা মধ্য পদ হলো 'মানুষ' যা উভয় আশ্রয়বাক্যে উপস্থিত; কিন্তু সিদ্ধান্তে অনুপস্থিত। অর্থাৎ উভয় আশ্রয়বাক্যে উপস্থিত থেকে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের কাজটি করে মধ্য পদ। এটাই হলো সহানুমানের কৌশল। এ প্রক্রিয়াটিই আদালত ও বিচারকের সামনে উপস্থাপিত প্রতিটি যুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইন চর্চার ক্ষেত্রে এ যুক্তি পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে এখনো ব্যাপক প্রায়োগিক ও বাস্তবসম্মত গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

'The process of arriving at a concrete outcome in any legal context is an essentially deductive enterprise' (Sinclair 1971: 834)। (Schnee 1997: 106) আইনী যুক্তিবিন্যাসের ক্ষেত্রে অবরোহ সহানুমানের বাস্তব প্রয়োগের নাম দিয়েছেন IRAC (Issue, Rule, Application, Couclusion)। Schnee এখানে অবরোহ সহানুমানের একটি কাঠামো উপস্থাপন করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (p. 106) –

চিত্র-০১

নিম্নমুখী ত্রিভূজটির উপর প্রান্ত একটি ব্যাপক বিষয়কে নির্দেশ করে এবং এর গতি হলো সাধারণ বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে। আইনী যুক্তিবিন্যাসের ক্ষেত্রে অবরোহ সহানুমানের প্রয়োগ সম্পর্কে আনিতা বলেন,

> **Deduction begins with a broad statement of general applicablity, a "rule". The Thinker then studies how the rule should apply to specific situations, loking back at carefully selected facts of precedent cases, to judge and then to illustrate how the rule should bear on the particular situation at hand (Schnee 1997: 107).**

সহানুমানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে আমরা যাকে বলেছি প্রধান আশ্রয়বাক্য, আইনী যুক্তি প্রক্রিয়ায় তা হলো সাধারণ নিয়ম (general rule) বা 'বিধিবদ্ধ অনুবিধি' (statutory provision), অপ্রধান আশ্রয়বাক্য হলো 'নিয়ম বা বিধিটির প্রয়োগ' (application of the rule) বা 'ঘটনা অংশ' (the fact section) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি একই থাকে। অবরোহ যুক্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিকে আনিতা 'equivalency' বলেছেন। তবে গার্ডনার বলেছেন "transitivity" (Gardner 1993: 27-33)। নিম্নে একটি আইনী যুক্তি প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হলো:

সাধারণ বিধি : কোন সরকারি কর্মচারী চাকরিরত অবস্থান মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার বীমা তহবিল থেকে t পরিমান টাকা পাবে।

বিধিটির প্রয়োগ বা ঘটনা অংশ : সরকারি কর্মচারী 'ক' চাকরিরত অবস্থায় মারা গেছে।

সিদ্ধান্ত : অতএব, 'ক' এর পরিবার বীমা তহবিল থেকে t পরিমান টাকা পাবে।

সমকালীন অনেক আইন গবেষক মনে করেন যে, '... legal rules and decisions are deduced directly from legislation, previous cases, and secondary authorities' (Sinclair 1971: 831)। তাঁদের ধারণা, সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বিধি প্রয়োগ করে সফল আইনী সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় এবং এ সম্পর্কে পূর্বানুমান করা যায়। তাঁরা এ যুক্তি পদ্ধতিটি সম্পর্কে বলেন, '... a gapless system of pre-existing law, from which a solution for every new case could be obtained by deduction' (Sinclair 1971: 831) ।

আরোহ হলো অবরোহ অনুমানের বিপরীত প্রতিবিম্ব। অবরোহ যেখানে সাধারণ বিষয় থেকে বিশেষ বিষয়ের দিকে গমন করে সেখানে আরোহ বিশেষ বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ বিষয়ের দিকে গমন করে। আরোহ যুক্তি পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবরোহ সমমানতা (equivalencies) প্রয়োগ করে, আরোহ আরোহমূলক সাধারণীকরণ (Inductive generalization) প্রয়োগ করে। আরোহ প্রক্রিয়ায় আশ্রয়বাক্যগুলো সাধারণ ধারণার সাথে সমন্বিত হয়: ' they can be "induced" into unity within a harmonizing gererality' (Schnee 1997: 111)। এ ধরনের যুক্তিপ্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যের দ্বারা সমর্থিত ও অনুমিত; কিন্তু তা অনিবার্য নয়। আনিতা আরোহের একটি কাঠামো তুলে ধরেছেন যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো (Schnee 1997:112)। কাঠমোটি অবরোহের বিপরীতমুখী কয়েকটি ত্রিভুজের সমষ্টি যার ভিত্তি হলো একটি সাধারণ নিয়ম ।

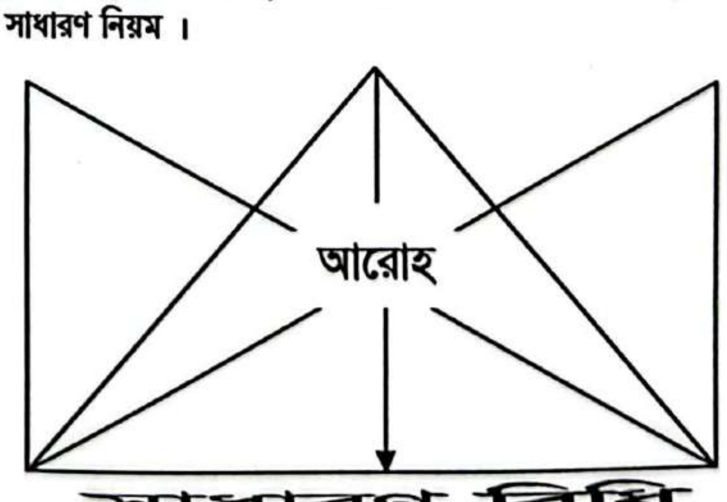

চিত্র-০২

আরোহ সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং অবরোহ তা সুনির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। আরোহ বহু বিশেষ ঘটনা যাচাই করে, তাদের মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে এবং সাধারণীকরণের মাধ্যমে একটি বিধি তৈরি করে। যেমন–

ঘটনা অংশ: ক. রাসেল একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি মারা গেছেন

খ. করিম একজন মানুষ এবং করিম মারা গেছে

গ. সার্ত্রে একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি মারা গেছেন

ঘ. রহিম একজন মানুষ এবং করিম মারা গেছে

সাধারণ নিয়ম/বিধি: অতএব, সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

বিধিটির প্রয়োগ: সুতরাং, যেহেতু সক্রেটিস একজন মানুষ, সক্রেটিস হয় মরণশীল

আইন চর্চার ক্ষেত্রে আরোহ যুক্তি-পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিধিকে সংশোধন করা যায়, নতুন পরিস্থিতি বা পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষিতে কোন আইনকে সাযুজ্যপূর্ণ করা যায়। নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা অংশ বিবেচনায় নিয়ে সাধারণীকরণ করা যায় আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে। নতুন আইন প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আইন প্রণয়ন বলতে আইন তৈরির প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে না বরং আইন তৈরির যৌক্তিক প্রেক্ষাপট বিবেচনার কথা বলা হচ্ছে: '...this "discovery" process involves the use of induction' (Halper 1968: 41)। আইন তৈরি প্রক্রিয়ার দার্শনিক ভিত্তি জানার জন্য আইন চর্চার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও আইনের ছাত্রদের আইনী আরোহ যুক্তিবিন্যাস (Legal inductive reasoning) সম্পর্কিত ধারণা অর্জন প্রয়োজন।

আরোহ যুক্তি পদ্ধতির একটি প্রকরণ সাদৃশ্যানুমান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও আইন চর্চায় সাধারণভাবে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়। এরিস্টটল সাদৃশ্যানুমান সম্পর্কে বলেছেন:

> … neither like reasoning from part to whole, nor like reasoning from whole to part, but rather reasoning from part to part, when both particulars are subordinate to the same term, and one of them is known (Aristotle 1928: 68b–69a).

সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বা শ্রেণির মাঝে কতিপয় জ্ঞাত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে এক-এক (one-to-one) তুলনা এবং দুটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়। আইনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যানুমানের নিম্নোক্ত সূত্রটি প্রযুক্ত হয়।

"ক" এর "প" বৈশিষ্ট্য রয়েছে

"খ" এর "প" বৈশিষ্ট্য রয়েছে

"ক" এর "ম" বৈশিষ্ট্যটিও রয়েছে

যেহেতু "ক" ও "খ" উভয়ের "প" বৈশিষ্ট্য রয়েছে; তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, খ-এর ও 'ম' বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে।

আইন চর্চার ক্ষেত্রে পূর্বের একটি মামলার সাথে বর্তমানের একটি মামলার কিছু মৌলিক বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। পূর্বের মামলাটিতে আইন "এল" প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান মামলাটিতেও আইন "এল" প্রযুক্ত হবে। আইন চর্চায় দুটি মামলার সাদৃশ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে তুলনার প্রাসঙ্গিকতা (relevancy of the comparison) মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আইন চর্চায় সাদৃশ্য যুক্তি-বিন্যাসের প্রধান তিনটি উপাদান হলো: (ক) পূর্বাপর দুটি

মামলার মধ্যে সাদৃশ্য, (খ) পূর্বের মামলায় আইনের যে বিধিটি প্রযুক্ত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ এবং (গ) বর্তমান মামলায় ঐ বিধিটিই প্রযুক্ত হবে—এ মর্মে ঘোষণা। আইনী সাদৃশ্যানুমানের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যিনি বণ্যপ্রাণী রাখেন তিনি ঐ প্রাণি দ্বারা সৃষ্ট যে কোন ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ। লড়াইয়ের ষাঁড় দ্বারা সৃষ্ট বিনষ্টির ক্ষতিপূরণ দিতেও ষাঁড়ের মালিক দায়বদ্ধ। কারণ ষাঁড় বন্যপ্রাণি না হলেও বণ্যপ্রাণির মতোই ভয়ংকর। আইনী সাদৃশ্যানুমানের প্রয়োগ সম্পর্কে লেভি বলেন:

> A working legal system must ... be willing to pick out key similarities and to reason from them to the justice of applying a common classification. The existence of some facts in common brings in to play the general rule (Levi 1949: 03).

আইন চর্চার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি যুক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ঘটনা স্বাতন্ত্রীকরণ (Distinguishing Cases) এ রকম একটি পদ্ধতি। ঘটনা স্বাতন্ত্রীকরণ সাদৃশ্যানুমানের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া। এখানে বলা হয় যে, বর্তমান মামলার ঘটনাগুলো পূর্বের মামলার মতো নয়; তাই পূর্বের মামলায় যে আইন প্রয়োগ করা হয়েছে, বর্তমান মামলায় সে আইন প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, বন্যপ্রাণি রাখার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে যে বিধি প্রযুক্ত হয়, পোষা প্রাণি রাখার জন্য সে বিধি প্রয়োগ করা যায় না।

আইন চর্চার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি যুক্তি পদ্ধতি হলো "দ্বান্দ্বিক যুক্তিপদ্ধতি" (Dialectical method of argumentation)। বাংলাদেশের প্রতিটি আদালতে প্রতিদিন এ পদ্ধতিটি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিটিকে দর্শনে 'সক্রেটিসের পদ্ধতি বা প্লেটোয় পদ্ধতি' বলে অভিহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক পক্ষ ডায়ালগ বা বির্তকের মাধ্যমে যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি ব্যবহার করে কোন সমস্যার সমাধানে উপনীত হয়। আইন চর্চার ক্ষেত্রে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডনের মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে সিদ্ধান্ত সমুপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে হেরে যাওয়া পক্ষও সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা বোধ কওে না। আইন চর্চায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে বোদেনহেইমার বলেন: 'The dialectical method of argumentution is widely used in the practice of law. It is also a natural and common technique of lawyers who prepare a brief or argue a case orally before a court' (Bodenheimer 1969: 380)। বিচারকরাও এ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। যখন কোন আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, কোন আইনের অস্পষ্টতা দূর করতে হয় বা কোন সমস্যার সর্বসম্মত সমাধানে উপনীত হতে হয় তখন বিচারক এটি মুক্ত আচোনার জন্য ছেড়ে দেন এবং দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান আইনজীবীদের পারস্পরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে সহজেই সমাধানে পৌঁছা যায়।

৬. আইনের ক্ষেত্র ও যুক্তি ব্যবহারে তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা

আইন চর্চায় ব্যবহৃত উপর্যুক্ত যুক্তি পদ্ধতিগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয় যে,

> Logic is concerned not with content but merely with form; and so the validity of an inference, deductive or indictive, is entirely independent of questions of observable reality; a correct deduction may follow from a false premise and a probable inference may proceed from a mistakenly recorded event (Halper 1968: 39).

যুক্তিবিদ্যায় যতটা না ভাষা কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে নিয়ম (Code)। যুক্তিবিদ্যা এতটাই নিয়মনিষ্ঠ ও অনমনীয় যে, জটিল ও পরিবর্তনশীল সমস্যা নিয়ে এখানে কাজ করা কষ্টসাধ্য। হোমস বলেন, 'The life of the law has not been logic; it has been experience' (Holmes 1881: 01)।

আমেরিকার Quinn V. Leathem (1901) এর মামলায় বিচারপতি হালসবেরি উল্লেখ করেন যে, 'Every lawyer must acknowledge that the law is not always logical at all' (Ct. in Halper 1968: 33)। জ্যাকসন Terminiello V. Chicago মামলায় বলেন 'There is a danger that, if the court does not temper its doctrinaive logic with a little practical wisdom, it will convert the constitutional Bill of Rights into a suicide pact' (Ct. in Halper 1948: 33)। এখানে দেখা যায়, আইন চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তি ব্যবহারের কিছু তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

আইন চর্চার ক্ষেত্রে অবরোহ যুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগের একটি সীমাবদ্ধতা হলো, এ প্রক্রিয়ায় আশ্রয়বাক্য স্থিরকরণ স্বতস্ফূর্তভাবে বিচারকের ভূমিকা ও সামাজিক বিবেচনা অসম্ভব করে তোলে। এক্ষেত্রে বিচারাধীন মামলায় বিচারকের ভূমিকা সীমিত হয়ে যায়। তিনি প্রতিষ্ঠিত বিধির অর্থপূর্ণ কোনো পরিবর্তন করতে পারেন না, নতুন আইন তৈরির কোন ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন না , এমনকি পুরাতন আইনের তাৎপর্যপূর্ণ কোন সংশোধন করতে পারেন না। সবচেয়ে গুরুতর যে অভিযোগ সেটি হলো, অবরোহ অনুমান পুরোপুরি আকার অনুসারী। তাই এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হলো যান্ত্রিক। এখানে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নেয়া যায় না। আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় না, সম্ভাব্য হয় মাত্র। আরোহমূলক উল্লম্ফনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তটির সত্যতা চূড়ান্ত হয় না। থমাস হালপার বলেন: 'The inductive leap from known to unknown cannot itself be logically justified, induction is impotent to dictate conclusions even in the limited syllogistic sense' (Halper 1968: 42)। সাদৃশ্যানুমানের সীমাবদ্ধতা হলো, আরোহ অনুমানের একটি প্রকরণ হিসেবে এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হতে পারে না। এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত মাত্রাগতভাবে সম্ভাব্য হয়; অধিক সম্ভাব্য বা কম সম্ভাব্য।

৭. আইন ও যুক্তি ঃ ব্যবহারিক উপযোগিতা

যুক্তিবিদ্যা নিয়ম অনুসারী, আকারগত এবং নিজস্ব কাঠামো ব্যবহার করে সত্য উদঘাটনে প্রয়াসী। তাই প্রকৃতিগতভাবে জ্ঞানের এ শাখাটি অনমনীয় ও প্রমাণমূলক। তাই বলে যুক্তিবিদ্যা বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। আইন চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ পরিস্থিতি-নির্ভর সত্য উদঘাটনে যত্নশীল ও সঠিক সিদ্ধান্ত (রায়) প্রতিষ্ঠায় সহায়কের ভূমিকা পালন করে। আইন চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তির ভূমিকা এতটাই বাস্তবসম্মত যে, যুক্তিবিদ্যায় কিছু যুক্তি অনুপপত্তিমূলক (fallacious) হলেও আইন চর্চায় যুক্তিগুলো বৈধ বলে স্বীকৃত। এ রকম একটি অনুপপত্তি হলো *argumentum ad vericundiam* বা কর্তৃত্ব নির্ভর যুক্তি বা অন্ধ বিশ্বাসজনিত যুক্তি। এ ধরনের যুক্তি যুক্তিবদ্যিায় ত্রুটিপূর্ণ। যেমন, দর্শনের বিষয়ে প্লেটো কোন যুক্তি দিয়েছেন বলেই তা সঠিক বলে গৃহীত হবে এমনটা নয়। কর্তৃত্ব কোন যুক্তির মান নির্ধারণ করে না; বরং যুক্তি বিন্যাস ও সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন প্রক্রিয়া যুক্তির মান নির্ধারণ করে। কিন্তু আইনের ক্ষেত্রে এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য ও বৈধ বলে স্বীকৃত। যে ব্যক্তি মতামত দিয়েছেন বা বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তার অবস্থানের উপর অনেক ক্ষেত্রে মতামত বা বিবৃতির শক্তি নির্ভরশীল। কোন আইনী ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্ট যা বলে তা কর্তৃত্বের ভূমিকা পালন করে। সুপ্রিম কোর্টের কোন সিদ্ধান্ত বা মতামতের উপর ভিত্তি করে আইনী বিতর্কে সহজেই জয় লাভ করা যায় এবং আইন চর্চায় এ ধরনের মতামতকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নিম্ন আদালত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতিক্রমহীনভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে।

আইন চর্চায় *ad hominem* (against the person) যুক্তিও বৈধ বলে বিবেচিত। যুক্তিবিদ্যায় কোন ব্যক্তি যুক্তি দিয়েছেন তা বিবেচ্য নয়; যুক্তিটি বৈধ না অবৈধ তা মূল বিবেচ্য বিষয়। আদালতে উপস্থাপিত স্বাক্ষ্য ও প্রমাণ দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে। বিচারককে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করা যায় এবং কোন স্বাক্ষী বিশ্বস্ত। তাই আদালতে একটি পক্ষ চেষ্টা করে অন্য পক্ষের স্বাক্ষীকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য। স্বাক্ষীর সততা বা শুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ করে তার স্বাক্ষ্য প্রমাণকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা হয়। আব্রাহাম লিংকন যখন

তরুন আইনজীবী তখন তিনি একটি বিখ্যাত মামলায় জয় লাভ করেন। সাক্ষী আদালতে বলেন যে, অপরাধীকে (লিংকনের মক্কেল) তিনি চাঁদের আলোতে অপরাধ করতে দেখেছেন। লিংকন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি দেখেছেন এবং কত দূরত্ব থেকে দেখেছেন। তারপর লিংকন পঞ্জিকা হাতে নিয়ে ঘোষণা করেন যে, ঐ দিন ছিল অন্ধকার রাত, কোন চাঁদের আলো ছিল না। সুতরাং সাক্ষী ভুল তথ্য প্রদান করছেন বা মিথ্যা বলছেন। লিংকনের মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

তাহলে দেখা যায়, যুক্তিকে কঠোর ও অনমনীয় বলে ব্যবহারের অনুপোযোগী বলা হলেও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আইন চর্চায় যুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না। 'Logic is a tool rather than simply a standard' (Saunders 1997-1998: 674)। যুক্তি আইনের ক্ষেত্রে কোন মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, বরং আইনী সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক উপকরণের ভূমিকা পালন করে। বিচার চলাকালীন কোন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বিচারকের কাজ নয়। তিনি দুই পক্ষের আইনজীবীর উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ করে বাস্তব ঘটনার আলোকে যুক্তিবিন্যাস অনুসরণ করে তাঁর সিদ্ধান্ত (রায়) ঘোষণা করেন। এ জন্যই বলা হয়, 'The demands of the rule of law combine with the pragmatic nature of legal reasoning to evolve distinctive patterns of reasoning' (Walker 2007: 1689)। আইন চর্চায় আরোহ অনুমানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় না; বরং নতুন আইন প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি অনুসন্ধান করা হয়। এ ধরনের কাজ মূলত আইন দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। আবার, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্তের মাত্রা আইন চর্চার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ যুক্তি পদ্ধতিটিটি মূলত: আইনজীবীরা কোন সুনির্দিষ্ট আইন প্রয়োগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের জন্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। ব্রেওয়ার বলেন, 'There is an art to making apt, instructive, compelling analogies' (Brewer 1996: 925)।

৮. আইনী চর্চায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যুক্তি বিন্যাস

আইনের শাসন নির্ভর করে আইনী যুক্তিবিন্যাসের গুণগত মানের । আইনী যুক্তিবিন্যাসের গুণগত মান নির্ভর করে যারা আইন চর্চার সাথে সম্পৃক্ত তাদের ব্যবহৃত যুক্তি পদ্ধতি ব্যবহার ও উপস্থাপনার উপর। আইনের শাসনের দাবী হলো, একই ধরনের মামলা একই পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হবে। এর মানে হলো প্রতিটি মামলার নিষ্পত্তি নির্ভর করে এর অবস্থার (merit) উপর; অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রয়োগযোগ্য বিধি ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পিছনে গৃহীত যুক্তিবিন্যাস হবে পরিচ্ছন্ন; তা ব্যক্তি সাপেক্ষ হবে না, হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা বিষয়গত যুক্তি নির্ভর। শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো আইনী যুক্তিবিন্যাস। আইনী যুক্তি বিন্যাসের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো হলো সংবিধান, বিধিবদ্ধ আইন ও রেজুলেশনের ব্যাখ্যা, মৌলিক বিধিবিধান ও নীতির ভারসাম্য রক্ষা, আইনী বিধান প্রয়োগ ও পরিবর্ধন, নির্দিষ্ট ঘটনায় আইনগুলোর ব্যবহার, উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তাহলে আইনী যুক্তি পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রায়োগিক আইনী যুক্তিবিন্যাস (pragmatic legal reasoning) ও যুক্তির আকারগত কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়।

আইন চর্চার ক্ষেত্রে যে যুক্তি কৌশল ব্যবহার উপযোগী তা অবশ্যই প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক। আইন চর্চায় ব্যবহৃত যুক্তি হলো কর্ম-সম্পৃক্ত (action-oriented)।এখানে যুক্তি ব্যবহার করা হয় বর্ণিত আইন ও উপস্থাপিত ঘটনার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের জন্য । আইন চর্চার ক্ষেত্রে আইনী যুক্তিবিন্যাস ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে। আইনী যুক্তি পদ্ধতি প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক হওয়ার কারণে,

> Legal reasoning evaluates decisions and actions, balances epistemic and non-epistemic objectives, and occurs under the constraints of limited

resources and incomplete information. The logic of legal reasoning must incorporate all of these dimensions (Walker: 1691).

আইন চর্চা প্রকৃতিগতভাবেই অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ নির্ভর। আইনী যুক্তি প্রক্রিয়াকে হতে হয় অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণের সাথে সম্পৃক্ত। যুক্তিবিদ্যা তার কৌশলগুলো অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ করে। 'Logic is a field of inquiry having a somewhat of an empirical nature' (Saunders: 675)। আইন চর্চায় প্রয়োগ করার জন্য যুক্তিবিদ্যার পদ্ধতি ও কার্যবিধি অতি সচেতনতার সাথে বাছাই করতে হয়। যেসব যুক্তি একটি ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয় তা ঐ রকম অন্য প্রেক্ষিতেও ভাল ফলাফল বয়ে আনতে পারে: '...logic can serve as the back ground of another logic' (Verheij 1999: 120)। তবে আইন চর্চায় যুক্তিবিন্যাসের একাধিক পদ্ধতি একই সময়ে প্রযুক্ত হলে তা অধিক কার্যকরী হয়। নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন এবং প্রচলিত বিধি ও নীতির সাধারণীকরণের জন্য প্রয়োজন আরোহ; এই আইনগুলো বিশেষ ঘটনায় প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন অবরোহ। আনিতা আইন চর্চায় অবরোহ আরোহের সমন্বিত রূপকে একটি কাঠামোর মাধমে উপস্থাপন করেছেন:

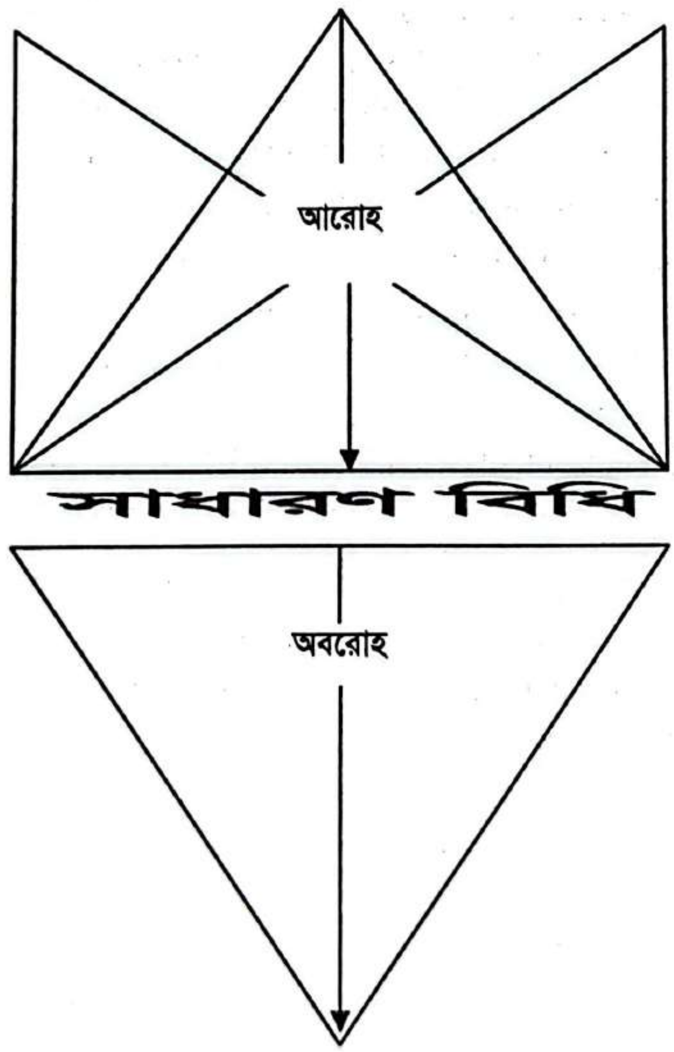

চিত্র-০৩

তবে আনিতা মনে করেন যে, সময় পরিবর্তনের ধারায় বাস্তবতার নিরিখে এ কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যায়।

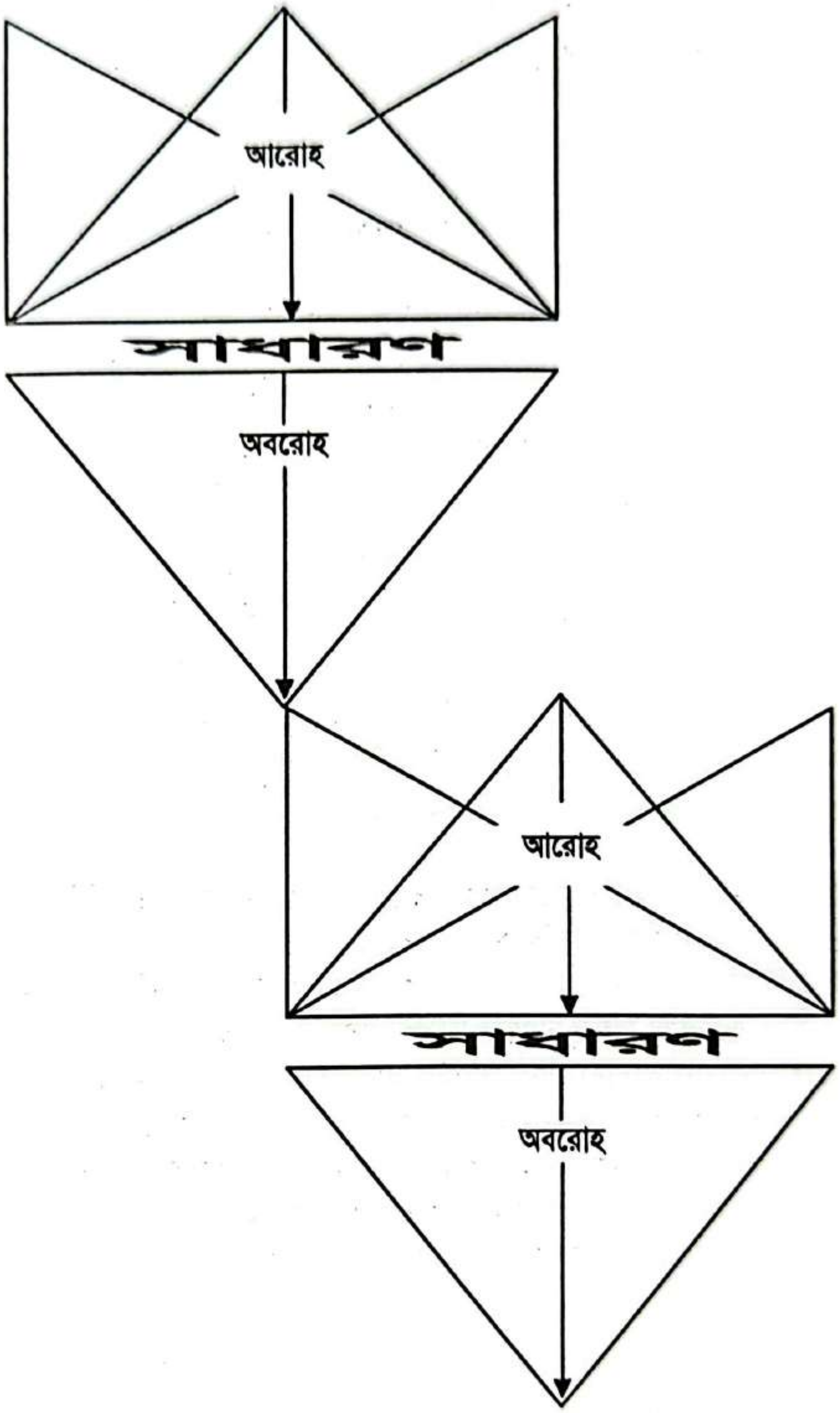

চিত্র-০৪

অর্থাৎ আইন চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তির বহু স্তরীভূত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। আবার , বিচারাধীন একটি মামলার সাথে যখন পূর্বোক্ত এক বা একাধিক মামলার সাদৃশ্য স্থাপন করে কোন নির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ করার কথা বলা হয় তখন তা করা হয় অবরোহ পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে সাদৃশ্যানুমান ও অবরোহ যুক্তি পদ্ধতি একই সময়ে ব্যবহার করা হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আইন চর্চার উপকরণ হিসেবে যুক্তির প্রয়োগ বিশুদ্ধ যুক্তিবিদ্যার নিয়ম

অনুসারে হয় না। আইন চর্চায় যুক্তি পদ্ধতির প্রয়োগ নির্ভর করে বাস্তব, প্রায়োগিক ও ঘটনা পারম্পর্যের প্রেক্ষিতের উপর। আইন চর্চায় যুক্তি প্রয়োগের সফলতা নির্ভর করে আইনী যুক্তিবিন্যাসের তিনটি উপাদানের সফল ব্যবহারের উপর: ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (practical wisdom), প্রকাশশৈলী (*techne*, or craft) এবং অলংকারশাস্ত্র (*rhetorica*, or rhetoric)। Scharff (2004: 741) বলেন 'Good legal reasoning is a combination of practical wisdom, craft and rhetoric. The good lawyer is some one who combines the skills or character traits of practical wisdom, craft and rhetoric'। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, প্রকাশশৈলী ও অলংকারশাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভেন ডায়াগ্রামের সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

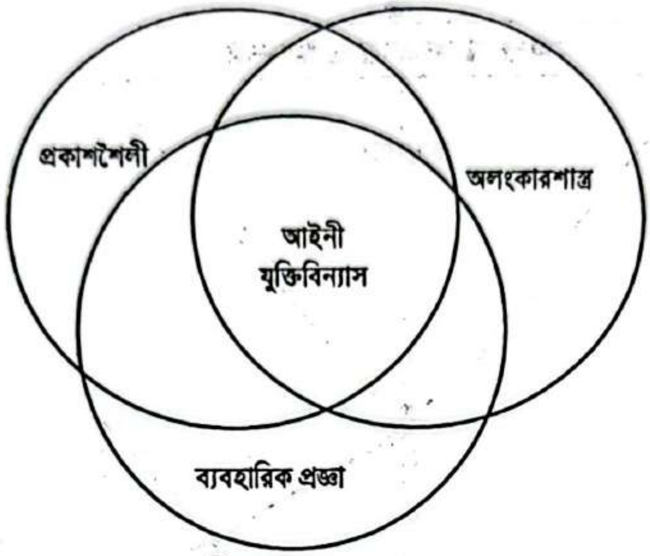

চিত্র-০৫

আইনী যুক্তিবিন্যাস হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আইন চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যুক্তি গঠন করেন, বিচারক ও নিয়ন্ত্রকগণ আইনী সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেন এবং শিক্ষার্থী অনুসন্ধানী গবেষক ও পেশাজীবীগণ আইনকে জানার চেষ্টা করেন। আইন চর্চার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গই আইনী যুক্তিবিন্যাসের ভাষা, ধারণা ও কাঠামো তৈরি করেন। এ ধরনের চর্চাকে দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন বলেছেন forms of life এবং কখনো একে ভাষা ক্রীড়া (Language game) বলেও অভিহিত করেছেন। যথাযথ আইন চর্চার মানে হলো এমনভাবে আইনী যুক্তিবিন্যাস ব্যবহার করা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ প্রভাবিত হতে পারেন। এ জন্য প্রয়োজন আইনী যুক্তির যথার্থ ব্যবহার। আইনী যুক্তির চর্চা মানেই আইনী ভাষার দখল ও যথোচিত ব্যবহার। আইনী ভাষা ও যুক্তিবিন্যাস ব্যবহার করা হয় আইনী সমস্যা সমাধানের জন্য। যিনি যত বেশি আইন চর্চার উপকরণ হিসেবে যুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবেন, তিনি পেশাগত ক্ষেত্রে তত বেশি সফল হবেন।

৯. উপসংহার

সামঞ্জস্যহীনতা, পক্ষপাতদুষ্টতা, অবিচার, অসমতা ও খণ্ডিত বিশ্লেষণ কোনভাবেই আইনী চিন্তনের (legal thought) গ্রহণযোগ্য কাঠামো হতে পারে না। সমকালীন আইন চর্চা অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য ও জন-সম্পৃক্ত। তাই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যুক্তি পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার। যুক্তির ভিত্তি আইন চর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত বোধগম্যতার উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। আমাদের দেশে আইন চর্চায় যুক্তির প্রয়োগ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রটি আইন ও দর্শনের সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিবর্গ, গবেষক, ছাত্র ও প্রাজ্ঞজনদের নিকট গবেষণার একটি নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইন চর্চায়

যুক্তির ব্যবহার নিয়ে প্রায়োগিক ও কার্যকরী ব্যাপক গবেষণা বিকাশমান। আইন চর্চায় deontic logic ও modal logic এর ব্যবহার সম্পর্কিত অনুসন্ধান দ্রুত অগ্রসরমান। জটিল প্রামাণিক নথি ও বিধিবদ্ধ আইন বিশ্লেষণে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে। কিছু আইনী সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত তত্ত্ব ও game theory ব্যবহারের উপযোগিতা নিরূপণ করার চেষ্টা চলছে।

তথ্যপঞ্জি

মাসুদ আলম, মোঃ। ২০০৯। "আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যাঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।" *দর্শন* (দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা জার্নাল), সংখ্যা ২৬: ১৩৭-১৪৪।

Aristotle. 1928. *Prior Analytics*. 68b–69a. In *The Works of Aristotle*, trans. W. D. Ross, Vol. I (Oxford: Clarendon).

Bodenheimer, E. 1969. 'A Negleeted Theory of Legal Reasoning', *Journal of Legal Education* 21(04): 373–402.

Brewer, Scott. 1996. 'Exemplary Reasoning: Semantics, Progmatics, and the Rational Force of Legal Argument by Analogy', *Harvard Law Reriew* 109(5): 923-1028.

Copi, I.M. and C. Cohen. 1997. *Introduction to Logic* (9th Edition). New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.

Gardner, J.A. 2007. *Legal Argument: The Structure and Language of Effcetive Advocacy*. NY: Lexis-Nexis.

Halper, T. 1968. 'Logic in Judicial Reasoning', *Indiana Law Journal* 44(1): 33–48.

Hammond, R. 2008. *The Philosophy of Alfarabi*. London: Bibliolife.

Holmes, Oliver W. 1881. *The Common Law*. Bostom: Little, Brown and Co.

Joseph, W.B. 1997. *An Introdiction to Logic*. (First Indian Print). New Delhi: Surjeet Publications.

Levi, E. 1949. *An Introduction to Legal Reasoning*. Chicago: University of Chicago Press.

Lucas, N.F. 1919. 'Logic and Law', *Marquette Law Review* 3(4): 203–210.

Saunders, K.W. 1997-1998. 'What Logic Can and Cannot Tell Us about Law', *Notre Dame Law Review*. Vol. 73(3): 667-88.

Scharffs, Brett G. 2004. 'The Character of Legal Reasoning', *Washington and Lee Law Review* 61(2): 733-786.

Schnee, Anita. 1997. 'Logical Reasoning "Obviously"'. *The Journal of the Legal Writing Institute* 3: 105-126.

Sinclair Jr., Kent. 1971. 'Legal Reasoning: In Search of an Adequate Theory of Argument', *California Law Reriew* 59(3): 821 - 58.

Verheij, Bart. 1999. 'Logic, Context and Valid Inference, Or: Can There Be a Logic of Law?'. In: H. Jaap van den Herik et al. (eds.), *Legal Knowledge Based Systems, JURIX 1999, The Twelfth Conference*, Nijmegen, GNI: 109-21.

Walker, V.R. 2007. 'Discovering the Logic of Legal Reasoning.' *Hofstra Law Review*. 35: 1687-1706.

মামলাসমূহ

Quinn V. Leathem [1901] A. C. 495, 506 (Halsbary, J.) Ct. in Halper, T. 1968. 'Logic in Judicial Reasoning', *Indiana Law Journal* 44(1): 33.

Terminiellow V Chicago [1948] 337 U. S. 1, 37. Ct. in Halper, T. 1968. 'Logic in Judicial Reasoning.' *Indiana Law Journal*. Vol. 44(1): 33.